আজকাল সুস্থ

August, 2010

ক্যানভাস

চুল দিয়ে যায় চেনা

ডাঃ অরিন্দম সরকার

টেকো মাথাকে ভবিতব্য বলে ধরে নেওয়ার দিন ফুরিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে কসমেটিক সার্জারি এখন অসাধ্য সাধন করছে। আজকাল টেকো মানুষের মাথার পেছন দিক থেকে চুল তুলে এনে খালি জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। বোঝাই যায় না এই অংশে একসময় চুল ছিল না। গোটা ব্যাপারটার জন্য ৬-৭ ঘণ্টাই যথেষ্ট।

চুল থাকলে চুল উঠবেই। দিনে ৫০-৬০টা চুল ওঠা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে বেশি মাত্রায় চুল পড়লে টাক পড়ে সৌন্দর্যের হানি ঘটে। চুল ওঠার পেছনে বংশগতি ও হরমোনের প্রধান ভূমিকা থাকলেও কিছু অসুখ, কিছু ওষুধ ও খাদ্যাভ্যাসের কারণেও চুল ওঠে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই চুল উঠতে পারে, যদিও ওঠার ধরন আলাদা। সাধারণত পুরুষদের মাথার দু'দিক, মধ্যবর্তী অংশ ও ওপরের দিকের চুল উঠে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মাথার সামনের দিক ও মধ্যবর্তী অংশ অর্থাৎ সিঁথির দু'ধারের চুল বেশি ওঠে।

অস্ত্রোপচারের আগে

অস্ত্রোপচারের আগে একটি অংশকে চিহ্নিত করে দাগ দিয়ে নেওয়া হয়। রোগীর চাহিদা অনুসারে কাজ করা হয় বলে কোন অংশে কতটা চুল লাগানো হবে, তা প্রথম থেকেই রোগীকে আয়নায় দেখিয়ে, জানিয়ে দেওয়া হয়।

চুল সংগ্রহ

প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে মাথার পেছনের দিক থেকে হেয়ার রুট-সহ চামড়ার একটি খণ্ডাংশ তুলে এনে ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করা হয়। এক একটি ভাগকে ইউনিট বলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় অবশ্য এরা ফলিকিউল নামে পরিচিত। এই সব ফলিকিউলে গড়ে ১-৪টি করে হেয়ার রুট থাকে। এক একটি ফলিকিউলকে আলাদা আলাদা করে টাক পড়া অংশে রোপণ করা হয়।

অন্য দিকে মাথার পেছনের দিকের যে অংশ থেকে চামড়ার খণ্ডাংশটি তোলা হল অর্থাৎ দাতা অংশটি কিন্তু খালি থাকে না। সেখানে প্লাস্টিক সার্জারি করে ৩-৪ স্তরে সুতো দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। ৩-৬ মাস বাদে জায়গাটি নতুন করে চুলে ভরে যায়। দেখাও যায় না এবং বোঝাও যায় না যে, ওখান থেকে চুল নেওয়া হয়েছিল। যে অংশ থেকে চুল তুলে প্রতিস্থাপন করা হয়, খেয়াল করে দেখবেন, মাথার পেছন দিকের সেই চুলগুলির দীর্ঘস্থায়ীতা সাধারণ চুলের থেকে অনেক বেশি। মাথাজোড়া টাক রয়েছে এমন মানুষেরও পেছনের দিকের চুল অনেক দিন ধরে অবিকৃত থাকে।

যা করা হয়

সম্পূর্ণ অজ্ঞান না করে স্থানীয়ভাবে অ্যানাস্থেশিয়ার সাহায্যে চুল প্রতিস্থাপন করা হয়। চুল প্রতিস্থাপনের এই পদ্ধতিটি ফলিকিউলার ইউনিট ট্রান্সপ্লান্ট (F U T) নামে পরিচিত। এই সময় কোনও ব্যথা লাগে না। কথা বলতে বলতেই চুল প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক আকারের ছুঁচ দিয়ে ছোট ছোট ফুটো করে রোপণের কাজটি সারা হয়। আলাদা ভাবে তৈরি করা এই এক একটি ফলিকিউল এবারে ওই ফুটোতে একে একে লাগানো হয়।

অস্ত্রোপচারের পর

অস্ত্রোপচারের পরে মাথার পরিচর্যার জন্য অন্য কিছু করার প্রয়োজন হয় না। যাদের মাথার সামনের অংশে চুল লাগানো হয় তাদের মুখ যাতে না ফুলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে অনেক সময় এক ধরনের ব্যান্ড লাগাতে বলা হয়। ৩-৪ দিন বাদে এই ব্যান্ড খুলে নিলে স্বাভাবিকভাবে স্নান করার ক্ষেত্রে অসুবিধে থাকে না। অস্ত্রোপচারের পরে আলাদাভাবে কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না। শুধু প্রথম ৫-৭ দিন, যে-কোনও অস্ত্রোপচারের পরে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, তেমনি দেওয়া হয়।

বাড়তি ওষুধ

বাড়তি ওষুধ বলতে প্রথম তিন মাস একটি লোশন লাগাতে হয়। এই লোশন রক্ত সংবহন বাড়িয়ে প্রতিস্থাপিত চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রতিস্থাপিত চুলের কথা

২-৩ মাসের মধ্যে প্রতিস্থাপিত চুলের বৃদ্ধি নজরে পড়ে। এই সময়ে লম্বায় এরা প্রায় আধ থেকে এক সেমি হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাস ছয়েকের মধ্যে দু'বার চুল কাটার প্রয়োজন পড়ে। এর পর স্বাভাবিক নিয়মেই চুল বাড়তে থাকে। প্রতিস্থাপিত চুল কামাতে অর্থাৎ ন্যাড়া হতে কোনও বাধা নেই। আলাদাভাবে সুরক্ষা নেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক চুলে যে পাক ধরে, এই চুলের ক্ষেত্রেও তেমনটা হয়। ইচ্ছে করলে চুল ডাই করা যায়। চুলের বৃদ্ধি সাধারণত দুটি পর্যায়ে হয়। একটিকে গ্রোয়িং স্টেজ ও অন্যটিকে ফলিং স্টেজ বলে। দেখা গেছে, প্রতিস্থাপিত চুলগুলির মধ্যে ফলিং স্টেজের কিছু চুল ও গ্রোয়িং স্টেজের সমস্ত চুল পড়ে যায়। বাকি চুলগুলি কিন্তু স্থায়ী হয়।

কতক্ষণ লাগে

চুল প্রতিস্থাপনে কতটা সময় লাগবে সেটা ফলিকিউলের সংখ্যার ওপরে নির্ভর করে। ছেলেদের মাথায় সাধারণত ন্যূনতম ৫০০-৬০০ ফলিকিউল লাগাবার দরকার হয়। তাতে মোটামুটি আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময়ের দরকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১,৫০০-২,০০০ ফলিকিউল লাগানো হয়। সে ক্ষেত্রে ৬-৭ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রথম সিটিংয়ে কিছু চুল লাগিয়ে ৩-৬ মাস বাদেও দ্বিতীয় সিটিং-এ বাকি অংশে চুল লাগানো যেতে পারে। তবে একসঙ্গে সব চুল রোপণ করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। মনে রাখবেন, ২,০০০ ফলিকিউল লাগানো হলে প্রকৃতপক্ষে প্রায় ২০০০ × ৩ = ৬০০০টি চুল রোপণ করা হল।

খরচ

ফলিকিউল পিছু একদিনের নার্সিংহোম, ওষুধ ও সার্জেন ফি বাবদ মোট খরচ ৪৫ টাকা। এই হিসেবে ৫০০ ফলিকিউল লাগাতে মোটামুটি ২২-২৩ হাজার টাকা লাগবে। ১,০০০-এর বেশি ফলিকিউল প্রতিস্থাপনে আলাদা ছাড় রয়েছে। কপাল কতটা চওড়া তার ওপর ভিত্তি করে সাধারণত গ্রেড ২ ও গ্রেড ৩ টাকের জন্য ৫০০-১,০০০টি ফলিকিউলের প্রয়োজন হয়। মনে রাখবেন, যাঁর ১,০০০ ফলিকিউল দরকার, তাঁকে খুব কম করে হলেও ৮০০-৯০০ ফলিকিউল লাগাতেই হবে। এর চেয়ে কম লাগালে চুলের ঘনত্ব কতটা বাড়ল তা ভাল করে বোঝা যাবে না। কসমেটিক সার্জারির প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষটিকে দেখতে সুন্দর করে তোলা।

কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

চুল প্রতিস্থাপনে মস্তিষ্কের কোনও ক্ষতি হয় না। মাথার চামড়ার নিচে থাকা খুলিরও তলায় থাকে মস্তিষ্ক। সুতরাং, চামড়ার ওপরে চুল প্রতিস্থাপনের কাজ করা হলে মস্তিষ্কের ক্ষীণতম ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে না। যে-কোনও বয়সের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী এই অস্ত্রোপচার করতে পারে। ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যার মতো অসুখ না থাকলে চুল প্রতিস্থাপনের পরে বিশেষ কোনও জটিলতা দেখা যায় না।

সহায়তা: **কৌশিক রায়**

ডাঃ অরিন্দম সরকার।

এম এস, এম সিএইচ (প্লাস্টিক সার্জারি)। প্রখ্যাত **কনসালট্যান্ট কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন।** কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতাল ও আই পি জি এম ই অ্যান্ড আর-এ প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। এ ছাড়া তিনি ভিজিটিং প্লাস্টিক সার্জেন হিসেবে এ এম আর আই, ঢাকুরিয়া কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ডাঃ সরকার দেশের নানা প্রান্তের আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় তিনি নিয়মিত গবেষণাধর্মী লেখা লিখে থাকেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক ডাঃ সরকার একজন জাতীয় মেধা বৃত্তি প্রাপক। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ প্লাস্টিক সার্জেনস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ।

তাঁকে একান্তে পাবেন **কসমেটিক অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি সেন্টার**, ৩৭বি, ল্যান্সডাউন টেরাস, কলকাতা-৭০০ ০২৬ (দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ন্যাশনাল হাই স্কুল ফর গার্লসের পেছনে) ঠিকানায়। যোগাযোগ: ৯৮৩০৬-৪৫৭০৫। জরুরি ক্ষেত্রে ফোন: ৯৮৩১১-৮৭৫৫৭। ই-মেল: doctor.asarkar@gmail.com। তাঁর চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে। লগ অন করুন: www.arindamsarkar.in